আমাদের সময়

তারিখ 16 OCT 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

উপবৃত্তি পাবে প্রাথমিকের ৭৮ লাখ শিক্ষার্থী

এম এইচ রবিন ●

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৮ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে ৬ হাজার শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে ১৪ হাজার ৬৮৪টি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হবে। অন্যদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ হাজার ৬৭২ শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষার্থী বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনী লক্ষ্য নিয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে চারটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন পৃথক চুক্তি সই করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো; জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট।

চুক্তি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ৬ হাজার শ্রেণিকক্ষ ও ৬ হাজার নলকূপ স্থাপন এবং ৯ হাজার ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করবে। এ ছাড়া নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ১১ কোটি ২০ লাখ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ; প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে ১৪ হাজর ৬৮৪টি ল্যাপটপ সরবরাহ; ৭৮ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান এবং ৩২ লাখ শিক্ষার্থীকে স্কুল ফিডিংয়ের আওতায় আনবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ২০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ; নয়টি পিটিআইয়ের কাজ সম্পন্ন; সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষক নিয়োগ; প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের প্রবর্তন; বিদ্যালয় এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

উপবৃত্তি পাবে প্রাথমিকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬৩ হাজার ৮০০ বিদ্যালয়কে উন্নয়ন বরাদ্দ দেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

চুক্তিতে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কাজ– মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৬৪ জেলার ৬৪ উপজেলায় ১৫-৪৫ বছর বয়সী ১১ লাখ ৫২ হাজার নিরক্ষর নর-নারীকে মৌলিক সাক্ষরতা এবং জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা ও জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবসরগ্রহণকারী/মৃত তিন হাজার শিক্ষককে কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ড থেকে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করবে। এ ছাড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি; মামলার কারণে যে সব বিদ্যালয়/শিক্ষক জাতীয়করণ থেকে বাদ পড়েছে, যাচাই-বাছাই করে তাদের জাতীয়করণের আওতায় আনা এবং ৩০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়মিত পরিদর্শন করা হবে।

চুক্তি বাস্তবায়নে ২০১৫ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৬ সালের মে মাস পর্যন্ত সাতটি বিভাগের নির্বাচিত ২০টি বিদ্যালয়ে পাইলটিং কার্যক্রম এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। এসব বিষয়ে গত ১১ অক্টোবর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব মেছবাহ উল আলমের সঙ্গে তার কক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক রুহুল আমীন সরকার, নেপের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক শাহ আলম ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক মো. আব্দুল হালিম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে সই করেন। এর আগে গত ২০ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সই হয়।